এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

মার্চ ২০১৩

BOOK POST - PRINTED MATTER

এটা কী হচ্ছে ?

১৮/১৭১

আন্তর্জাতিক স্তরে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলার জন্য একশো নব্বইটিরও বেশি দেশ স্থির করে, ২০২০ সালের মধ্যে দশ হাজার কোটি ডলার জোগাড় করবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নত দেশ প্রয়োজনীয় অর্থ দিতে অস্বীকার করেছে। এমন কি যে অঙ্কের অর্থ তারা দিতে সম্মত, সেই অর্থ দেওয়ার কোনো সময়সীমাও এখনও স্থির হয়নি। ফলে, প্রস্তাবিত গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড ভাণ্ডারটির বর্তমান অবস্থা খুবই করুণ। গত ডিসেম্বর অব্দি ধনী দেশগুলি মাত্র সাতান্ন লক্ষ ডলার ফান্ডে দিয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।

তাই না কী !

১৮/১৭২

পৃথিবীর সর্বত্র সংখ্যালঘু ভাষার অবক্ষয় ঘটছে দ্রুত হারে এবং এই প্রবণতা ইঙ্গিত দিচ্ছে সংখ্যালঘু ভাষার অবলুপ্তি ঠেকানো প্রায় অসম্ভব। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের রিপোর্টে সংখ্যালঘু ভাষার অবলুপ্তির জন্য বিশ্বায়ন, সদৃশীকরণ প্রক্রিয়া এবং সাংস্কৃতিক তরলীকরণকে দায়ী করা হয়েছে। কাউন্সিলের মতে, সংখ্যালঘু ভাষার হারিয়ে যাওয়া প্রমাণ করে বৃহত্তর গোষ্ঠী বা সমাজ সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ। কোনো দেশের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ঐতিহ্য এবং বৈচিত্র নষ্ট হওয়ার পিছনে কারণও তাই। সংখ্যালঘুদের সমস্যা হল তাদের ভাষা জাতীয় স্তরে বা স্থানীয় প্রশাসন বা বিদ্যালয়ে নির্দেশের ভাষা হিসেবে ব্যবহার না হওয়া। ইউনেস্কোর বিপন্ন ভাষা কর্মসূচিতে সতর্ক করে বলা হয়েছে এই শতাব্দীর শেষে আনুমানিক ছ-হাজার ভাষার অপমৃত্যু ঘটবে।

গঙ্গাযাত্রা

১৮/১৭৩

প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য বি কে চতুর্বেদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের একটি দল সরকারকে বলেছে,গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলে তৈরি বাঁধের দরুন ডিসেম্বর- মার্চে গঙ্গা একেবারে জলশূন্য হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ওই সময় গঙ্গাতে জল ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ রাখতে, প্রকল্পগুলির ইঞ্জিনিয়ারিং দিকটি পুর্নবিবেচনা করতে ওই দল প্রস্তাব দিয়েছে। এছাড়া দলের তরফে বালি গঙ্গা ও তেহরি গঙ্গাকে পুষ্ট করে এমন ছয়টি উপনদীকে অমলিন রাখারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বুলেটবিদ্ধ

১৮/১৭৪

প্রাক্ বিদ্যালয় পড়ুয়াদের মৃত্যুর হার এক-তৃতীয়াংশ কমাতে ও কৃমি সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে দেশে দেশে ভিটামিন-এ-র পরিপূরকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশা ছিল এর ফলে শিশু আর অপুষ্টির শিকার হবে না। তাদের বৃদ্ধি ও মস্তিষ্কের বিকাশ স্বাভাবিক হবে। কিন্তু চলতি এক সমীক্ষা বলছে, এই ''ম্যাজিক বুলেটস'' শিশু মৃত্যু হারের উপর তেমন ফলদায়ী

প্রভাব ফেলতে পারেনি। উত্তরপ্রদেশে দশ লক্ষ প্রাক্ বিদ্যালয়ের শিশুর উপর পাঁচ বছর ধরে-ডি ওয়ার্মিং অ্যান্ড এনহান্সট ভিটামিন এ সাপ্লিমেন্টারি সংক্ষেপে 'দেবতা' প্রয়োগ করে যে পরীক্ষা চালানো হয়, তার ফল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে শিশু মৃত্যুহার ত্রিশ শতাংশ কমার দাবি ঠিক নয়। ম্যাজিক বুলেটস প্রয়োগে এই মৃত্যুহার কমেছে পাঁচ থেকে এগারো শতাংশ মাত্র।

কর্ণাটক এগোচ্ছে...

১৮/১৭৫

কর্ণাটকের কৃষিতে বড়সড় পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। ২০০৯-এ কর্ণাটক সরকার ইন্টারন্যাশনাল ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর সেমি-অ্যারিড ট্রপিকস-এর সঙ্গে 'ভূ-চেতনা' নামে একটি পরিকল্পনা শুরু করে। উদ্দেশ্য মাটিতে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টের পরিমাণ বৃদ্ধি করে আধা -ঊষর এলাকায় ফলন বাড়ানো। কর্মসূচিতে একজন চাষিকে সরকারের তরফ থেকে জিঙ্ক, বোরাক্স ও জিপসামের মতো মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস ভরতুকিতে দেওয়া হয়। দেখা গেছে, এইসব অঞ্চলে আগে রাসায়নিক সার প্রভৃতির জন্য ব্যয় করা সত্ত্বেও উৎপাদন একটা জায়গায় আটকে গিয়েছিল এবং কৃষিতে খরচের পরিমাণও বেড়েই চলছিল।

ভালো ব্যাপার তো!

১৮/১৭৬

বিশ্বজুড়ে মৌমাছির সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে হ্রাসে অভিযুক্ত দুই আন্তর্জাতিক কীটনাশক প্রস্তুতকারী সংস্থা সিনজেন্টা ও বেয়ার মৌমাছি রক্ষায় এক পরিকল্পনা করেছে। উদ্দেশ্য,তাদের উৎপাদিত কীটনাশককে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্ভাব্য নিষেধাদেশ থেকে রক্ষা করা। ইউরোপীয় ইউনিয়নের খাদ্য নিরাপত্তা তদারকি সংস্থা ইএফএসএ জানিয়েছে, কীটনাশক নিয়োনিকন্টিনয়েডস মৌমাছির পক্ষে বিপজ্জনক। তারই প্রেক্ষিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন সদস্য দেশগুলিকেসিনজেন্টা ও বেয়ারকে এই কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করতে আদেশ দেয়।

শুকনো কথা

১৮/১৭৭

জলবায়ুর পরিবর্তনে বিশ্বজুড়ে খরার প্রকোপ বাড়ছে, বাড়ছে তার ভয়াবহতা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি দফতর ফাও-এর মতে বন্যা ও ভূমিকম্পের তুলনায় খরার কারণে মৃত্যু ও ঘরহারার সংখ্যা অনেক বেশি। এই কারণে খরাকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলা যেতে পারে। গত বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যে খরার মুখোমুখি হতে হয়, তার তুলনা চলে তিরিশের দশকের ভয়াবহ খরার সঙ্গে। ফলে দানাশস্যের দাম বেড়ে রেকর্ড সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব বান কি মুন বলছেন, ধনী দরিদ্র কেউই জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব এড়াতে পারে না। গোটা মানবজাতির কাছেই এ এক কঠিন চ্যালেঞ্জ।

চড়ুই বাঁচাও

১৮/১৭৮

২০ মার্চ বিশ্ব চড়ুইপাখি দিবসে নেচার ফর এভার সোসাইটি শহর ও রাজ্য জুড়ে কলেজ ও নাগরিকদের মধ্যে চড়ুই বাঁচানোর পক্ষে প্রচার অভিযান শুরু করেছে। সারা বিশ্বে চড়ুইপাখির সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে কমছে। মানুষকে সচেতন করতে সোসাইটির অভিযানের মূলমন্ত্র চড়ুইয়ের জন্য লড়াই। সোসাইটির মুখপাত্র জানিয়েছেন, ব্যস্ততার দরুন পরিবেশের জন্য নাগরিক সময় দিত পারে না। তবে এই অভিযানে অংশ নিতে নির্দিষ্ট সাইটে মাত্র পনেরো মিনিট খরচ করলেই হবে।

ঠা ঠা

১৮/১৭৯

রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্টে সতর্ক করে বলা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন জল সরবরাহের উপর ক্রমবর্ধমান চাপকে তীব্রতর করে তুলছে। ফলে সংঘাতও বাড়ছে যা আগামীদিনে ভয়াবহ আকার নিতে চলেছে। জলকে প্রতিরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে ভাবার সময় এসেছে বলেও রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনে বন্যা ও তাপপ্রবাহের মতো দুর্যোগ বাড়তে থাকবে, ফলে মহামূল্য এই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ আরও বাড়বে। তাই প্রায় ১৪৫টি দেশ যারা পরস্পরের সঙ্গে নদীর অববাহিকার সদ্ব্যবহার করে তাদের মধ্যে এই বিষয়ে বোঝাপড়ার উপর রিপোর্টে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সোমালিয়া ও সুদানের উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে ২০১১তে প্রায় ১৮৫০০০ সোমালিয় জল ও খরাজনিত খাদ্যের অভাবে প্রতিবেশী দেশে পালিয়ে যায়। ২০১২তে জলাভাবের জন্য সংঘর্ষের কারণে সুদানের বিরাট সংখ্যক মানুষ দেশ ত্যাগ করে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

খাদ্য নিরাপত্তা ?

১৮/১৮০

অর্থনীতিবিদদের শঙ্কা, খাদ্য নিরাপত্তা আইন-এর দরুন সরকার যা অনুমান করেছে তার অনেক বেশি ব্যয় হবে। এই কারণে বিলটিতে তাঁদের আপত্তি রয়েছে। এই আপত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন কৃষক দলের বিরোধিতা। কৃষক দলগুলির মতে, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন কৃষিকে জাতীয়করণের দিকে ঠেলে দেবে। অর্থাৎ সরকারই হয়ে উঠবে কৃষিপণ্যের সবচেয়ে বড় ক্রেতা, মজুতদার এবং বিক্রেতা। শ্বেতকারি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা শরদ যোশী ও ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের ভূপিন্দর সিং মান-এর নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজ্যের কৃষক সংগঠনের বক্তব্য, কৃষির জাতীয়করণ কৃষি বাজারের পরিকাঠামো ও প্রক্রিয়াকেই ধ্বংস করে দেবে এবং চাষিরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য ক্রেতাদের কাছে দরাদরি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। চিনে প্রাইভেট গাড়ি বাড়ছে। চিনে আগে ঘরে ঘরে বাইক বাড়ত, এখন গাড়ি বাড়ছে। গাড়ি বাড়ছে সাইকেলের মতো। ২০১২য় চিনে প্রাইভেট গাড়ি বিক্রির পরিমাণ ১৩ মিলিয়ন। চিনে বহুদিন সাইকেলের বেশ চল ছিল, এবার সেই জায়গা নিল গাড়ি।

পালাবে ?

১৮/১৮১

সিঙ্গাপুরে ১.৮ টন হাতির দাঁত আটক। এই দাঁতের টাকায় মূল্য ২মিলিয়ন ডলার। এই দাঁত আসছিল আফ্রিকা থেকে। এই দাঁত আটক করেছে এগ্রি-ফুড ভেটেরিনারি কমিটি ও সিঙ্গাপুর সরকারের শুল্ক বিভাগ।

গুগলদ

১৮/১৮২

গুগল-এর ওপর রাগ। গুগল হাতির দাঁত বিক্রির বিজ্ঞাপন করছে। গুগলের জাপান শপিং সাইটে এরকম বিজ্ঞাপন ১০০০০। এসব বলেছে এনভায়রনমেন্টাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি।বলেছে বিপন্ন বন্যপ্রাণ ব্যাবসা নিয়ে এক আন্তর্জাতিক আলোচনায়। গুগল যদিও বলেছে, এইসব তাদের বিজ্ঞাপন নীতির বিরোধী, তাই তারা বুঝতে পারলেই এরকম বিজ্ঞাপন সাইট থেকে সরিয়ে দেয়।

টিকটি কী !

১৮/১৮৩

উষ্ণায়নের ফলে বহু জাতের টিকটিকি লোপ পাবে। এইরকম হবে আগামী ৫০ বছরের ভেতর। এই টিকটিকিরা ঠিকমতো বংশবিস্তার করতে পারছে না। পরের দিকে আরও পারবে না। এমন বলছে গ্লোবাল ইকলজি অ্যান্ড বায়োজিয়োগ্রাফি-এর ৫ মার্চ সংখ্যা।

হলে ভালো !

১৮/১৮৪

ভারত গাড়ির দূষণ কমাতে পারে। এজন্য দরকার প্রতিটি গাড়ির সদা যত্ন ও তদারকি। এই যত্ন, সুষম পুনর্ব্যবহার ও মোটরযান আধুনিকীকরণ পরিবেশে ১৩-১৮ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড, ০.৫ মিলিয়ন টন হাইড্রোকার্বন, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড এবং ১০-১৫ মিলিয়ন কিলোগ্রাম পার্টিকুলেট ম্যাটার কমিয়ে আনতে পারে এই ধরনের কেন্দ্র দেশের নানা স্থানে করতে সব মিলে খরচ ৮০০০-১০০০০ কোটি। এই রকম কেন্দ্র করলে বছরে ২০০০ থেকে ৩০০০ কোটি টাকার খরচ বাঁচবে।

হস্তী স্বস্তি

১৮/১৮৫

খরার জন্য কর্ণাটকের বন্দীপুর ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে হাতিও সরানো হচ্ছে। বন্দীপুরে এখন খালি দুটো জলের উৎস আছে। বন্দীপুর থেকে হাতি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মূল জঙ্গলে। সেখানে এখনো জল সহজলভ্য।

গিরের সিংহ !

১৮/১৮৬

গির অরণ্য থেকে মার্চে ছয়টি সিংহের শিকার ও আট সিংহের মৃত্যু। এর অনেকগুলিই এশীয় সিংহ। এই শিকারের সঙ্গে যুক্ত নাকি পারধি জনজাতি। সরকার পারধিদের পঁয়ত্রিশজনকে গ্রেফতার করেছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

বন্ধ করো ১৮/১৮৭

জন্তু জানোয়ারদের ওপর পরখ করা প্রসাধন ইউরোপে নিষিদ্ধ। এই নিষেধ চলছে দশ বছর ধরে। জন্তু জানোয়ারদের ওপর পরখ করলেই কোনো প্রসাধন ভালো ,এমন কথা নাকি ইউরোপবাসীরা বিশ্বাস করে না। আর ইউরোপে প্রসাধন জন্তু জানোয়ারে পরখ করার বিকল্প খোঁজার কাজ চলছে।

বিষাক্ত ভবিষ্যৎ ১৮/১৮৮

শিশুখাদ্যে জিনশস্যের বিষ। এই শিশুখাদ্য পিউরিটি বেবি সিরিয়াল। এই খাদ্যে আছে জিএম ভুট্টা। পিউরিটির ব্র্যান্ড, ক্রিম অব মেজ-এ জিন ভুট্টা আছে ৫৫.২৫ শতাংশ আর বেবি ফার্স্ট-এ আছে ৭১.৪৭ শতাংশ। যদিও পিউরিটি তার কোনো ব্র্যান্ডের লেবেলেই জিন শস্যের কথা বলেনি। এইসব জানিয়েছে আফ্রিকার সেন্টার ফর বায়োসেফটি।

শঠে শাঠ্যং ১৮/১৮৯

চাষি বনাম মনসান্টো। চাষি-মনসান্টো আইনি লড়াই। এমন ঘটনা আমেরিকার ইন্ডিয়ানায়। চাষির নাম ভারনন বোমান। বোমান বলেছেন, জিএম সয়াবিন বি বীজের দ্বিতীয় প্রজন্মের স্বত্ব নিয়ে। বোমান মনসান্টোর কাছে হেরেছেন। তবে তিনি এই লড়াই চালিয়ে যাবেন।

ন তু ন | ব ই

■■

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

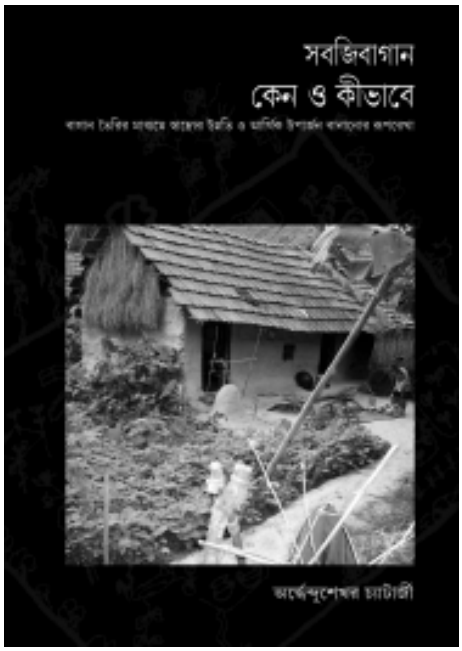

■■

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা, ৪৫ পাতা, দাম ১৫ টাকা।

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু